পর্যটক-১

মোস্তফা তানিম

নোমান এবার দেশে যাবে না। যাবে বিদেশে। এমন জায়গায় যাবে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। একজন বললো সুইজারল্যান্ডে যাও, অপূর্ব। তবে সব কিছুর চড়া দাম, খরচ হবে। সুইজারল্যান্ডের পক্ষে ভোট পড়ছে অনেক। কিন্তু অত খরচ করার সামর্থ্য তার নেই। তারপর আরেকজন চোখ মটকে বলে ব্রাজিল যাও। তার মানে ব্রাজিল যাওয়া যাবে না। শিকদার ভাই বললেন, সৌদি দেখে আস, সঙ্গে ওমরাটাও করে আসতে পারবা। নোমান ভাবলো ইয়ার্কি, কিন্তু শিকদার ভাইয়ের মুখে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আর কি থাকলো বাকি?
ইন্ডিয়া দেখেছো? তাজমহল?
নোমান ইন্ডিয়া দেখে নাই, তাজমহলও দেখে নাই। ভালভাবে খতিয়ে দেখলে জানা যাবে সে আসলে বাংলাদেশও দেখে নাই। গ্রামের বাড়ি জামালপুরে দু' বার, আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একবার এক মামার বিয়েতে যাওয়া। লাল বাগের কেল্লা সে দেখে নাই। ঢাকা শহরে জন্ম সে যাদুঘরে যায় নাই। তার জরিমানা হওয়া উচিৎ। সে জরিমানা দিতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু জরিমানা নেয় কে? এযাত্রা একটা ভিন্ন দেশে যেতে হবে, সাংঘাতিক কিছু একটা দেখতে হবে। পিরামিড? নাকি চায়না যাবে, গ্রেট ওয়াল দেখে আসবে? চাঁদ থেকে যদি শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে পৃথিবীকে দেখা হয়, তাহলে মানুষের তৈরী যা প্রথম চোখে পরবে তা হলো চীনের প্রাচীর। দূরত্বের কথা চিন্তা করে মন সায় দিল না। অনেক দেশের নাম ঘুরে ঠিক হলো পেরু। ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাবে সে, আট হাজার ফুট উঁচুতে মাচুপিচু পাহাড়ের চুড়ায়। গৎ বাধা কোনো দেশ নয়। নোমানের আগ্রহ দেখে রুমি বললো, মাচুপিচুতে মনে হয় কোনো বাঙ্গালী যায় নাই দোস্ত। নোমানের চোখ একটু চকচক করেই নিভে গেল। এ হতেই পারে না। পনেরো কোটি বাঙ্গালী পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে পা ফেলে নি।

পর্যটকদের আগে কদর ছিল। ইবনে বতুতা, হিউয়েন সাং এর দুনিয়া জোরা নাম। নোমানের ভাগ্য খারাপ, এই শতাব্দীতে তার মতো পর্যটকের কোনো মূল্য নাই। এখন আর মানুষ গোল করে ঘিরে ধরে ভ্রমণের গল্প শূনতে চায় না, চোখে মুখে বিস্ময় দেখা যায় না। দশটা দেশ ঘুরে তিন মাস পরে ফিরে এলে একবার জিঙ্গেস করবে কেমন হলো ভ্রমণ? তারপর দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তার নতুন গাড়ীটা ভাল দামে কিনে কিভাবে জিতে গেল, সেই গল্প শোনাবে।

যাওয়াটা খুব একটা সোজা নয়। প্রথম যেতে হবে লিমাতে। সেখান থেকে প্লেনে কুসকো নামের ছোট শহর। সেটা আবার সমুদ্র পৃষ্ঠের এগারো হাজার ফিট উপরে। ডেনভার শহরের উচ্চতা এক মাইল, তাকে বলে 'মাইল হাই সিটি'। বাতাস পাতলা, প্রথমে নেমে একটু শ্বাস কষ্ট হতে পারে। কুসকো তার দ্বিগুণ উঁচু। সেখানে গেলে শ্বাস কষ্ট হবেই। অনেক

পর্যটক প্লেন থেকে নেমে মাথা ঘুরে পরে যায়। হোটেলের খোঁজ করতে গিয়ে ওয়েব সাইটে দেখলো বড় বড় করে অক্সিজেনের সুব্যবস্থার কথা প্রচার করছে তারা। একি হোটেল না হাসপাতাল? সেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ হবে। তারপর ট্রেনে-বাসে করে অনেক উঁচুতে গিয়ে দেখতে হবে প্রাচীন ইনকা শহর। তার চেয়েও বেশী দুঃশ্চিন্তার খবর জানা গেল আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে। পেরুর আইন শৃংখলার অবস্থা মোটেও ভাল নয়। অনেক গ্যাং আছে যারা টুরিস্টদের ধরে নিয়ে গিয়ে পঁচিশ ঘন্টা আটকে রাখে। এই পঁচিশ ঘন্টায় তারা ক্রেডিট কার্ড কেড়ে নিয়ে দুই বার টাকা তোলে। চব্বিশ ঘন্টায় সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ টাকা একবার তোলা যায়। দুইবার তোলার জন্যে আটচল্লিশ ঘন্টার দরকার হয় না। পঁচিশ ঘন্টাতেই দু'বার তোলা যাবে। মক্কেল বেশীক্ষণ পাহাড়া দিয়েও রাখতে হবে না। সতর্ক বাণী হিসাবে লিখা আছে, যারা তাদের সঙ্গে অসহযোগীতা করে তাদের নির্যাতন বেশী হয়। নোমান মানসপটে দেখতে পেলো কয়েকজন ছোট খাট আকৃতির ফর্সা স্প্যানিশ তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। তাদের চেহারায় কোনো ভয়ংকর ছাপ নেই, কিন্তু তারা টাকার জন্যে ভয়ংকর হতে পারে। তাদের কথা বুঝতে পারছে না দেখে মাঝে মধ্যে নোমানের উপর কিল ঘুষি পরছে। চিন্তার বিষয়। মেরেই ফেলবে নাকি আবার? বিচিত্র কিছুই নয়।

বেশী কিছু না জানাই ভাল ছিল। সোজা গিয়ে মাচুপিচু দেখে পোলো ল্যাব্রাসা খেয়ে মনের আনন্দে চলে আসা যায়। অজ্ঞতা বড়ই সুখের। জানার পরে অজ্ঞ হওয়ার উপায় থাকে না, সেটা বড়ই দুঃখের। কথায় আছে জ্ঞান পাপী, জ্ঞানের যন্ত্রণা বলে প্রবচন নেই কেন? থাকা খুব জরুরী ছিল।

কিছু চিন্তা করার পরে নোমানের মনে হলো, ট্যুরিস্ট বলতে এখানে সাদা চামড়ার বিলাতি চেহারার সাহেব বা মেম বোঝায়। তাকে দেখে দস্যু চক্র ভাল মক্কেল মনে করবে না। সে ভাবলো দেখি তো বাংলাদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে কি তথ্য দেওয়া আছে? যা দেখলো সে তা ভয়াবহ। এখানে পর্যটকরা খুন খারাপী এবং ধর্ষণের শিকার হতে পারে। গুলশানে একটি রাস্তার নাম উল্লেখ করে সেখানে না যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কলেজ এবং ইউনিভর্সিটি ক্যাম্পাস এড়িয়ে চলার পরামর্শও আছে। ছেলে হিসাবে তার একটা সুবিধা, ধর্ষনের ভয় নাই। জন্ম সূত্রে সে একটি অপরাধের হাত থেকে মুক্ত। পৃথিবীটা পক্ষপাতদুষ্ট একটি জায়গা। তাকে পক্ষপাতহীন করতে মহৎ লোকেরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। কাজটি অতি কঠিন। সেটি কবে কোন যুগে সমাধা হবে কেউ জানে না। তবে স্টেট ডিপার্টমেন্টের এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি আছে। এদের কথা শূনলে নন্দ লাল হয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে। সেটা নোমান করবে না। - ভাঙ্গরে পাষান, ভাঙ্গরে বাঁধন, সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন- না, নোমান কে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না।

প্লেনে উঠে নোমান দেখলো যাত্রীদের বেশীরভাগই পেরুবিয়ান। এদের কারো সাথে খাতির করে ফেললে তো কাজ হয়ে যায়। কিন্তু খাতির কিভাবে করবে? নোমান বাক্য বাগীশ নয়। মওকা বুঝে কথা বলে বল

নিজের কোর্টে সে নিয়ে আসতে পারে না। তার পর্যটক হওয়ার যোগ্যতা নেই। গাড়ি ভর্তি মানুষ হৈ চৈ করে একে অপরের সাথে কথা বললেও নোমান আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবে। একটা মেয়ে তার ভারি ব্যাগ উপরে তুলতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল। সে হাত লাগিয়ে ব্যাগটা উপরে রেখে দিল। মেয়েটা বললো থ্যাং ইউ। নোমান বললো ইউ আর ওয়েলকাম। এতো বড় একটা ভারী ব্যাগ সে উপরে তুলে দিল, এখন অনেক কথাই হওয়া উচিৎ। সে কি করে, কোথায় থাকে, কেন যাচ্ছে পেরু, তারপর শেষে মেয়েটা বলবে কোনো দরকার হলে নোমান যেন বিনা দ্বিধায় তাকে ফোন করে। কিন্তু মেয়েটা এর কিছুই না বলে নিজ আসনে বসে পড়লো। নোমান লাগসই কথা খুঁজে পেল না। বেশ খানিকটা চিন্তা করে বললো, তুমি কি লিমাতে থাকো? মেয়েটা বললো হ্যা। খুবই দায়সারা উত্তর, যার পরে কথা চলে না। যাহ, এতো সুন্দর একটা সুযোগ সে কাজে লাগাতে পারলো না। তার পাশে এক মোটা ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলা বসেছে। এরা মনে হচ্ছে বার বার তাকে উঠতে বলবে, এর মধ্যেই সিট থেকে দু' বার বেরুলো। ডায়েবেটিসের রুগী নাকি? স্প্যনিশ ছাড়া কিছু বলতে পারে না। নোমান জানে দু'টি স্প্যনিশ শব্দ, ওলা আর গ্রাসিয়াস, হ্যালো এবং ধন্যবাদ। এদ্দিনে স্প্যনিশটা শিখলেও তো পারতো। কত কিছূই না শেখা যেত এদ্দিনে। অনেক গুলো 'এটা করলে অনেক ভাল হতো', 'সেটা করা খুবই দরকার' জাতীয় পৌণপুনিক চিন্তা মানুষের জীবনে চোরকাটার মতো লেগে থাকে। তাকে বাস্তবায়ন করা যায় না, ছাড়ানোও যায় না।

ভিন ভাষার দেশে গিয়ে যদি স্থানীয় কারো সহযোগীতা পাওয়া যায় তাহলে খুবই সুবিধা। বাঙ্গালীর খোঁজ পাওয়া গেল না। একজন বললো পানামাতে আমার এক পাড়ার বড় ভাই আছে, পানামা যাও। আবার আরেক দেশের নাম? অফিসের কলিগ কার্লোস পাত্তা লাগালো, সে আর্জেন্টাইন, তবে পেরুতে তার পরিচিত আছে। সে আবার বললো কলাম্বিয়া যাও, খুবই সুন্দর জায়গা, আমার এক কাজিন থাকে সেখানে। কাউকে যদি নাই পাওয়া যায় তাতে এমন কি ক্ষতি? দুনিয়া জোরা মানুষ গিয়ে মাচুপিচু দেখে আসছে আর সে পারবে না?

লিমা এয়ারপোর্টে যাত্রী বেরুবার পথে অনেক লোক প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নোমান সেখানে নিজের নাম দেখতে পেলো না। তা সে আশাও করে নি। এরিক নামের ছেলেটি তাকে নিতে আসার কথা। ইমেলে নোমান ছবি বিনিময় করেছে, প্ল্যাকার্ডের দরকার নেই। সে হয়তো সামনেই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে অনেককেই এরিক বলে মনে হচ্ছে। কি মুশকিল। ছবিটা প্রিন্ট করে আনা দরকার ছিল। তবে সে নিশ্চয়ই নোমানকে চিনতে ভুল করবে না। তার মতো বাঙ্গালী চেহারার দ্বিতীয় কেউ প্লেনে আসে নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। তার আসার দিন-ক্ষণ এরিক জানে। দেরী করছে কেন? শুরুটা ভাল হচ্ছে না। এরিকের ফোন নাম্বার আছে, কিন্তু ফোন সাথে নেই। পে ফোনের কাছে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। সব স্প্যনিশ লেখা। কিছুক্ষণ অপেক্ষাটা দেখতে দেখতে বহুক্ষণ হয়ে যাচ্ছে। তবে কি বাইরে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবে? আর সে ট্যাক্সি যদি পঁচিশ ঘন্টা কিডন্যাপার গ্রুপের হয়ে থাকে? এয়ারপোর্টে এমন গ্রুপ থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিষয়টা সে গুরুত্ত্ব সহকারে নিয়েছে। হাসান সাহেব গম্ভীর

এবং দায়িত্ববান প্রকৃতির লোক। নোমানের কথায় তিনি অবাক হয়ে গেলেন।
কে ফোন করবে বললা?
করতে পারে বললাম, পেরু থেকে। টাকা দাবী করবে। তখন আপনি এক হাজার ডলার ওদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়নে গিয়ে পাঠাবেন যেন সাথে সাথে পায়।
তিনি চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন কিছূক্ষণ। তারপর যে কথাটি বললেন তাতে তার অসাধারণ দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় মিললো।
এক হাজারে ওরা তোমাকে নাও ছাড়তে পারে। কত পর্যন্ত দিব?
পাঁচ হাজারের উপরে দিয়েন না।
হুম, ঠিক আছে, তবে আসার পরে টাকা আমাকে পাই পাই করে বুঝিয়ে দিতে হবে।
কার্লোস অনেক খুঁজে এরিককে বের করেছে। কিন্তু এরিক এলো না। একটা ট্যাক্সি তাকে হোটেল ডেলফিনেস এ না নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। এই সময় ঠিক সামনেই সে প্লেনের মেয়েটিকে হেঁটে যেতে দেখলো নোমান। এর সাহায্যই নিতে হবে। খুব পরিচিতের মতো ’হাই’ বলে এগিয়ে গেল নোমান, মুখে হাসি,
- আমাকে যে নিতে আসার কথা তাকে দেখছি না। তোমার কাছে কি ফোন আছে?
মেয়েটির নোমানকে চিনতে একটু সময় লাগলো, শেষে চিনতে পারলো। কিছু না বলে ব্যাগ থেকে তার মোবাইল বের করে দিল সে।
- তাহলে তুমিই ফোন করো, এই যে নাম্বার।
কথার মধ্যে দাপট থাকলে অগ্রাহ্য করা যায় না। মেয়েটি ফোন করলো এরিককে, স্প্যানিশে কথা হলো। এরিক আসছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। ভাল খবর। এরপর মাচুপিচু ঘুরতে যাওয়ার কথাও মেয়েটিকে শুনিয়ে দিল নোমান। কিন্তু মেয়েটি আমল দিল না। যাক কাজ তো হলো। একটা সামান্য উপকার করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। দুনিয়াটা বড়ই ন্যায্য জায়গা। এখন থেকে নোমান যে কাউকে ব্যাগ নিয়ে হিমশিম খেতে দেখলে দৌঁড়ে এগিয়ে যাবে, সাহায্য করবে। তবে মহিলা পুরুষ নিয়ে বাছ বিচার করবে কিনা তা সে হলফ করে বলতে পারে না।

পনেরো শ‘ বাইশ সাল। আজ থেকে প্রায় ছ‘ শ‘ বছর আগের কথা। স্প্যানিশ সেনাপতি ফ্রান্সিস্কো পিজারো তখন পানামাতে। তাকে কয়েকজন ইনকা খবর দিল ওই দক্ষিণে পিরু নদীর তীরে একটা রাজ্য আছে তার নাম বিরু। সেখানে সোনা আর সোনা। সোনায় মোড়া দেশ। বিশ্বাস হয় না! সূর্য দেবতার দিব্যি, আমরা নিজের চোখে দেখেছি। পিজারো সুদূর স্পেইন থেকে এসেছে, এখানে উপনিবেশ গড়ে তুলবে। খাজনা হিসাবে সোনা-দানা, হীরা জহরত চলে যাবে স্পেইনে। সোনার কথায় তার চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠলো। সেই থেকে সে বিরু রাজ্যের খোঁজে মরিয়া হয়ে লেগে পড়লো। অভিযানের পর অভিযান। ছ’ বছর পর পিজারো খুঁজে পেল সোনার সেই দেশ। যে দেশে পাথরের মতো সোনার চাই দেখা যায়, মন্দির বানানো সোনা দিয়ে, এখানে সোনা, সেখানে সোনা। তাদের রাজার সোনা মোড়ানো প্রাসাদ দেখে পিজারোর চক্ষু স্থির। কি বিশাল বিত্ত বৈভবের দেশ। কি বিশাল ইনকা সেনাবাহিনী! রোদে ঝলসানো আগুনের মতো রং ইনকাদের, হাতে ঢাল তলোয়ার, গায়ে কারু কার্য খচিত বেশ। পিজারো মুগ্ধ। মনে মনে ভাবলো, এবার

মারিব গন্ডার, লুটিব ভান্ডার। নোমান পিজারোর সেই বিরু রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। সে রাজ্যের নাম এখন পেরু।

বড় একটা মাইক্রোবাস, একজন মাত্র প্যাসেঞ্জার। এরিক গাড়ি চালাচ্ছে। সে তেমন কোনো কথা বলছে না। ইবনে বতুতা একটি নতুন দেশে নেমে প্রথম কি করতো কে জানে, নোমান প্রথম ফোনের সিম কিনলো। এটা জরুরী। ফোন ছাড়া নিজেকে অসহায় লাগে, বিচ্ছিন্ন মনে হয়। জীবনের একটা বড় অংশ সে মোবাইল ফোন ছাড়া কাটিয়ে এসেছে, এখন সেটাই তার জীবনের বড় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হালকা গরম, বিকেল বেলার সুন্দর রোদ ঝলমল করছে।স্প্যানিশে বড় বড় সাইন বোর্ড। দেখতে ইংলিশের মতো, পড়তে গেলে আর এগুনো যায় না। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার ভিড়। অফিস ফেরত পরিশ্রান্ত মাঝ বয়সী পুরুষ-মহিলা বাস থেকে নামছে। আবার পাশেই সুবেশী তরুণী এক তরুণের সাথে এমনভাবে হাঁটছে যেন জীবনে কোন ক্লান্তি নেই। পুরা দু'টো দিন এ শহরে একা একা কি করবে সে? ভাষা বোঝে না, জায়াগা চেনে না। তার উপর আছে ট্যুরিস্ট ধরা পার্টি।
একটু পর পরেই বলাকা সিনেমা হলের মতো দেখতে প্রকান্ড একতলা বিলডিং। ভাল করে তাকাতে বোঝা গেল ওগুলো আসলে ক্যাসিনো। এরিক মুচকি হেসে ইংগিতে জিঙ্গেস করলো নোমান যেতে চায় কিনা। নোমান হাসলো, সে এসেছে মাচুপিচু দেখতে। ক্যাসিনো যেতে হলে লাস ভেগাসে যাও। রাণী এলিজাবেথের প্রাসাদও হার মেনে যায়। এমন দশটা ক্যাসিনো তার পার্কিং লটেই ঢুকে যাবে। এরিককে সে স্বল্পভাষী ভেবেছিল। আসলে তা নয়, ভাষাই এখানে অন্তরায়। সে হাসিমুখে এটা ওটা বলার চেষ্টা করছে। ঠিক সাতটার সময় এরিক যেন হোটেলের সামনে চলে আসে এই কথাটা বোঝাতে অনেক বেগ পেতে হলো, তারপরেও এরিক সাতটার জায়গায় নয়টা বুঝলো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে গেল। এরিক যাওয়ার পরে মনে পড়লো সাতের স্প্যানিশ হলো সিয়েতে, নয় হলো নুয়েবে,আবার 'দোস' মানে দুই, দশ নয়। এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে শিখে এসেছে সে কার্লোসের কাছে কিন্তু কাজের সময় সেটা মাথায় এলো না।

অতি চমৎকার হোটেল। তাকে খাতির করে প্রকান্ড একটা সুইট দিয়ে দিল বার তলার উপরে। দুই রুম, এক রুমে সোফা সেট আরেক রুমে বেড। জানালা দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত শহর দেখা যায়। রুম যত উঁচুতে দৃষ্টি তত দূরে যায়। উপর মানে ভালো, জীবনে সাফল্যের সিড়ি দিয়ে উপরে উঠা খুবই ভালো ব্যাপার। লিফট দিয়ে উপরে তলায় উঠাও তেমনি ভাল। সেই বিচারে অবশ্য ঈগলের জীবন সবচেয়ে ভাল। সে উপরেই থাকে, তার দৃষ্টির পরিসীমা অপার। হালকা বাতাস ডানার নিচ দিয়ে ঝিরি ঝিরি বয়ে যায়। আহ কেন সে ঈগল হলো না? তাহলে জন্মেই অনেক উপরে থাকতো। বিশাল বাথরুম। গোসল করার জায়গা দু'টো, একটি দাঁড়িয়ে আরেকটি শুয়ে। চারটি নল দিয়ে ঈষদুষ- পানির কোমল ধারা এসে শোয়া মানুষটিকে আরাম দেবে। নোমান জিকুজির আধোগরম বুদ বুদ মিশ্রিত পানির নরম ঘা খেতে খেতে ঘুমিয়ে পরেছিল প্রায়। তখন বেডরুমে ফোন বেজে উঠলো ঝন ঝন করে। কে ফোন করবে তাকে? হোটেলের নাম্বার কেউ জানার কথা নয়। এ আবার কোন পার্টি? যাহ জিকুজির মজাটা নষ্ট হয়ে গেলো। তড়িঘড়ি এসে ফোন ধরলো সে।

নিজেকে মনে হলো টাওয়েল জড়ানো জেমস বন্ড। শুধু লম্বায় একহাত ছোট আর সিনাটা বিঘৎখানেক কম। ফোনে জোর গলায় এক লোক কথা বলছে, তাকে মিঃ জাহির বলে সম্বোধন করছে। কিন্তু কথা পরিষ্কার নয়। অনেক কষ্টে যা বুঝলো তা হচ্ছে লোকটির নাম হার্নান্দেজ, সে নীচে লবিতে অপেক্ষা করছে নোমানের জন্যে। কেন তা বোঝা গেল না। লবিতে তাকে যেতেই হবে কিছু খাওয়ার জন্যে। নোমান বললো আসছি। বড় হোটেলের ভিতরে ভাল নিরাপত্তা থাকার কথা।

লবিতে নেমে নোমান একজন মোটা মতো বয়স্ক লোক, সাথে পাতলা গড়নের এক ছেলেকে বসে থাকতে দেখলো। লোকটি যে তার জন্যে অপেক্ষ করছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। চোখ পরতেই উঠে এসে সম্মান দেখিয়ে হাত মেলালো লোকটি। মিঃ ছাড়া কথা বলছে না, যেন নোমান কোনো দেশের রাষ্ট্রদূত। বড় হোটেলে উঠলে বড় সম্মান, উপর তলার রুমের সম্মান আরও বেশী। ঈগল অনেক উপরে থাকে, সেই সবচেয়ে সম্মানিত প্রাণী। লোকটির ভাবে অপরাধের কোনো চিহ্ন নেই। তারপরেও সাবধানের মার কি। পাতলা ছেলেটি তার ভাগ্নে। মামা ভাগ্নে মিলে কি কারবার করে এরা? তার উত্তর না দিয়ে হার্নান্দেজ জানতে চাইলো আমেরিকার কোন স্টেটে থাকে সে। ওহ, খোঁজ খবর নিয়েই এসেছে তাহলে। এই জন্যেই সম্মানটা বেশী, ভাবছে টাকা ওয়ালা পার্টি। যাহোক, নোমান এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করলো, আমার কাছে কেন এসেছো?
মিঃ জাহির, আমি এই হোটেলের ট্যুরিস্ট গাইড। নোমানের চোখে সন্দেহ দেখে সে বললো, সবাই আমাকে চেনে, দরকার হলে ফ্রন্ট ডেস্কে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। পিন্টু সেটা নিশ্চয়ই করতো। নোমান তা করলো না। অভদ্রতা হয়। ভদ্রতা করতে গিয়ে আবার বিপদেও পরতে হয়। বিপদ ভাল না অভদ্রতা ভাল? এ নিয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন আছে। হার্নান্দেজ তার মোটা ব্যাগ থেকে অনেক গুলো ফ্লায়ার বের করলো। সেখানে কিভাবে মাচুপিচু যেতে হবে তার বিবরণ দেওয়া আছে। চোখে চশমা এঁটে সে বোঝাতে শুরু করলো। প্রথম লাগবে প্লেনের টিকেট। এখান থেকে কুসকো। সবচেয়ে ভাল ল্যান-পেরু এয়ার লাইনস, তবে দাম বেশী। পেরুবিয়ান এয়ার লাইনসে খরচ কম, কিন্তু ওদের ফ্লাইট সময় মতো যাতায়াত করে না। সকালের ফ্লাইট বিকালে ছাড়ে এমন নজিরও আছে। শেষে তোমার কিছুই দেখা হবে না। নোমান অন লাইনে টিকেট কেটে রেখেছে শুনে সে একটু দমে গেল।
কোন এয়ারলাইনস?
পেরুবিয়ান এয়ারলাইনস।
শুনে সে বললো হুম। মানে হলো বুঝবে ঠ্যালা। সকালের ফ্লাইট ছাড়তে ছাড়তে সন্ধ্যা। চিন্তার বিষয়। কিন্তু সে কথা হার্নান্দেজকে ও বললো না। ঢিলে ঢালা, নার্ভাস ভাব দেখালে হবে না। সে মোটেও সহজ পাত্র নয় এমন ধারণা দিতে হবে। এর পর এলো হোটেল। ভাল হোটেলের খোঁজ আছে তার কাছে। বিভিন্ন দামের হোটেল, ফাইভ স্টার আছে, থ্রী স্টার আছে, কোনটা চায় সে? এবারও নোমান জানাল অনলাইনে হোটেল সে বুক করে ফেলেছে। হার্নান্দেজ খানিকটা দমে গেল। বয়স হিসাবে আন্দাজ করা যায় অনলাইন জিনিসটা হার্নান্দেজ ভাল বোঝে না। আর সেটাই কিনা তার ব্যবসার কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছত্রিশ বছর সে ট্যুরিস্ট সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এখন অনলাইনের ভুত এসে তার সেই সেবায় ব্যাঘাত

ঘটায়। থাকলো কি? বাস আর ট্রেন। সেই টিকেট নোমান কেনে নাই। কুসকো টু মাচু পিচু। হরেক রকম ট্রেন আছে। প্যানারোমিক ভিউ ট্রেনে যেতে চাও? চারিদিকে কাঁচ, ছাদেও কাঁচ বসানো যেন আকাশ দেখা যায়। খুবই লোভনীয় বর্ণনা। অবিশ্যি চায় নোমান। দেখতেই তো আসা। এমন কিছু দেখতে হবে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। ফাস্ট ক্লাস চায়? লাঞ্চ সার্ভ হবে, সাথে হালকা পানীয়। নাহ, চার ঘন্টার পথ দু'টি বিস্কিট খেয়ে নিলে হয়, সঙ্গে পানির বোতল নিয়ে নেবে। ট্যাক্সি লাগবে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে? সেটা মন্দ হয় না। হার্নান্দেজ ক্যালকুলেটার নিয়ে হিসাবে বসলো। পাতলা ছেলেটি কোনো কথা বলছে না। সে শিক্ষনবীশ ট্যুরিস্ট গাইড। কি শিখছে সে এখানে? হার্নান্দেজ বললো তিনশ' ডলার লাগবে। নোমানের কোনো ধারণা নেই কত লাগতে পারে। ব্যাটা নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলছে। ধরা যাক এটা বাংলাদেশের বসুন্ধরা শপিং সেন্টার। দোকানদার তিনশ' হাকলে দক্ষ ক্রেতার কত বলা উচিৎ? দেড় শ'। নোমান দক্ষ ক্রেতা নয়। সে বললো দু' শ'। খুব একটা ভুল করে নি। হার্নান্দেজ দু' শ' বিশে রফা করে ফেললো। এ লোকটা পাকা গাইড, কাল এরিককে বাদ দিয়ে একে নিলে কেমন হয়?
গাড়ি আছে তোমার, ঘোরাতে পারবে?
চশমা খুলে তার দিকে তাকিয়ে সে বললো সব সমস্যার সমাধান তার কাছে আছে। ছত্রিশ বছরের গাইড সে। মানুষ তাকে নিয়ে চিলি, বলিভিয়া পর্যন্ত ঘুরতে যায়। যে কোনো ধরনের গাড়ি দিতে পারবে, শুধু একটা জিনিস সে দিতে পারবে না। গার্ল ফ্রেইন্ড চাইলে সে নাচার। হেসে জিজ্ঞেস করলো এ ছাড়া কি দরকার তোমার?

এরিক ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় এলো। তার মুখে আড়ষ্ট হাসি। তার নিজের একটা ভাষা আছে। সেই ভাষায় আশে পাশের সব দেশের মানুষ কথা বলে। পেরুর পাশেই বলিভিয়া, চিলে, কলোম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, তারপর মধ্য আমেরিকায় পানামা এল সালভাদর, গুয়েতেমালা হন্ডুরাস, তারপর উত্তর আমেরিকায় বিরাট দেশ মেক্সিকো, দেশের পরে দেশ স্প্যনিশ ভাষী। এই মহাদেশে মাত্র দু' তিনটি দেশের ভাষা ইংরেজী। তবু ইংরেজী বলতে পারে না দেখে এরিকের মধ্যে সংকোচ। কিন্তু স্প্যনিশ না জানাটা সংকোচের নয়। বিত্তের বল আর বাহুর বলে ভাষাও খুব উঁচু মাপের মনে হয়। যেদিন চীন পৃথিবী শাসন করবে সেদিন ডেভিড ভক্তি সহকারে বলবে- নি হ' মা, চিং চেং চু। কি একটা বনেদী ভাষা চীনা ভাষা!
এরিকের সঙ্গে সারাটা সন্ধা ঘোরা হলো অনেক জায়গায়। কথা তেমন না হোক নির্ভর তো করা যাচ্ছে। প্রথমে সে দেখালো ড্যান্সিং ওয়াটার, পানির ধারার ওপর আলো ফেলে বায়োস্কোপ বানিয়েছে। সঙ্গে মিউজিক বাজছে। টিকেট কেটে মানুষ ঢুকছে। জায়গাটা লোকে লোকারন্য। তারপর নিয়ে গেল শপিং মলে। সেটার দরকার ছিল। কারণ লিস্ট করে সব জিনিস নেওয়ার পরেও প্রয়োজনীয় একটা কিছু ভুলতেই হবে। ইংলিশ টু স্প্যনিশ পকেট বই সে নিয়েছে সাথে। সেটা ব্যাগেই থাকবে পড়া আর হবে না। ব্যাগে বড় একটা টাওয়েল ঢুকিয়েছে। সেটাও কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু টুথ পেস্ট আনে নাই। এত যে বড় হোটেল, পাঁচ রকমের শ্যম্পু আর বডি ওয়াশ রেখেছে, বার রকমের টাওয়েল, ছোট একটা দু' পয়সার টুথ পেস্ট নেই কেন?

রাস্তার ধারেই রেস্টুরেন্ট, উঁচু দরের নয় কিন্তু অনেক ভিড় সেখানে। মামা হালিম জাতীয় দোকান। এরিক বললো পোয়ো ল্যাব্রাসা পেরুর জনপ্রিয় খাবার। তাহলে পোলো নয়, কথাটা পোয়ো। নাম সে যেই হোক, স্বাদ ভাল হলেই হয়।
ওয়াটার পার্ক কেমন লাগলো?
উত্তর কি দেবে নোমান? এরিক বিস্ময় আশা করছে। বিস্ময় একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। বিস্ময়ের প্রথম শর্ত ব্যাপারটি নতুন হতে হবে। পুরানো হয়ে গেলে বিস্ময় চলে যায়। মরা মানুষকে জিন্দা করার কোন ফন্দি যদি আবিষ্কার হয়, প্রথম প্রথম বিস্ময়ে মানুষের মাথার চুল খাড়া হয়ে যাবে। আবার সেটাই যদি প্রতিদিন হতে থাকে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তখন আর বিস্ময়ের লেশ মাত্র থাকবে না। মরা মানুষ তো জিন্দা হয়ই, এটাই জগতের নিয়ম, এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে! বলে প্রশ্নকর্তার দিকে আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকাবে লোকটি। নোমান বললো, চমৎকার, অপুর্ব লাগলো। এরিকের মুখ উদ্ভাসিত। আমেরিকা থেকে আসা ট্যুরিস্টকে তাক লাগানো গেছে। এ সময় পকেট থেকে রিন রিন আওয়াজ। পিন্টু ফোন করেছে। ফোন নাম্বার নোমান টেক্সট করে পাঠিয়েছে বি,বি,সি শিপনের কাছে। তাতেই সবাই জেনে গেছে। ফোন কানে নিতে বোঝা গেল রেস্টুরেন্টে মোটা মুটি একটা হট্টগোল চলছে। কথা বলা মুশকিল। পিন্টু বললো পরে ফোন করবে সে, জবর খবর আছে। এটা তার এক স্বভাব। রহস্য রেখে কথা বলবে। কি এমন খবর হতে পারে?
পোয়ো ল্যাব্রাসা কি এদেশের জাতীয় খাবার? সবাই তো সেটাই খাচ্ছে। তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। অপূর্ব স্বাদ।

রাতে যখন সে শুয়ে পরেছে তখন একটা সুন্দরী মেয়ের ফোন পেয়ে প্রায় উঠে বসলো। পেরুর লোকাল নাম্বার উঠেছে, মেয়েটার কথাতে স্প্যনিশ ধাঁচ আছে। সে নোমানকে খুঁজছে। অবশ্য মেয়েটা সুন্দরী না অসুন্দরী নোমানের তা জানার কোনো উপায় নেই। এবার বোঝা গেল কে সে। প্লেনের সেই মেয়েটি। সে ফোন নাম্বার পেল কোথায়? এরিকের ফোন নাম্বারটা ছিল মেয়েটির মোবাইলে, এরিককে ফোন করে নোমানের ফোন নাম্বার নিয়েছে সে। তারপর? তারপর সে চিন্তা করলো তার দেশে বেড়াতে এসেছে নোমান, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখা উচিৎ। বাহ, এই না হলো ভদ্রতা। মেয়েটাকে সে যা ভেবেছিল তা নয়, সে আসলে খুবই ভদ্র একটি মেয়ে। আমেরিকা তার চাচা থাকে ক্যালিফোর্ণিয়ায়, সেখানে দু'স প্তাহ ঘুরতে গিয়েছিল। হোটেল ডেলফিনেসের নাম শুনে মেয়েটি উৎসাহের সঙ্গে বললো, ডলফিনটা দেখেছো?
ডেলফিনেস মানে যে ডলফিন এই সহজ বিষয়টা নোমানের মাথায় আসে নাই। আর যে হোটেলের নাম ডলফিন, সেখানে যে ডলফিন থাকতেও পারে তাও তার চিন্তায় কুলাতো না। কাল তাহলে ডলফিন দেখতে হবে। যাক, এখন এমিলির কাছ থেকে কি উপকার নেয়া যায়? চিন্তা করতেই পেয়ে গেল নোমান। কুসকোতে তোমার পরিচিত কেউ আছে নাকি? সে বললো তার এক বন্ধু আছে। একজনের সাথে আরেকজনের পরিচয় করে দেওয়া সামান্য ব্যাপার কিন্তু ভিন দেশে তা অনেক বড় সাহায্য। এমিলি বললো মার্কোসের সঙ্গে কথা বলে সে ফোন নাম্বারটা দেবে। খুবই ভাল। আর কি উপকার নেওয়া যায়? চিন্তা করতে করতে বলেই ফেললো

নোমান, কাল হার্নান্দেজের সঙ্গে সিটি ট্যুারে যাচ্ছি, তোমার সময় হবে? সামান্য একটা ব্যাগ কাউকে দিয়ে উপরে তুলে নেওয়ার দায় ভার অনেক। মেয়েটি নিশ্চয়ই এখন টের পাচ্ছে। সে বললো, কাল ক্লাস আছে। তারপর গুডনাইট বলে রেখে দিল। যাহ, কাল ট্যুরে যেতে বলাটা উচিৎ হয় নি। আজ কুসকোর ফোন নাম্বারেই শেষ করতে হতো। সে হয়তো আর ফোনই করবে না।

আবার মোবাইলটা বেজে উঠলো। ওপাশ থেকে এবার পুরুষ কণ্ঠের হ্যালো শোনা গেল। বি, বি, সি শিপন ফোন করেছে। সে কেমন আছে কি করছে তার ধারে কাছেও গেল না শিপন। খবর শুনছো?
না, কি খবর?
লোকমান সাহেবের মেয়ে পলি।
হ্যা পলি কি হইছে?
সে আর নাই।
সে আর নাইর দু'টা মানে হয়– সে মরে গেছে, অথবা সে আর এর মধ্যে নাই, কোনো সমিতি বা দল হতে পারে সেটা। শিপনের গলার স্বরে মনে হলো না যে পলি মারা গেছে।
শুনলাম ওই কাল ছেলেটার সঙ্গে আটলান্টায় চলে গেছে।
তাই নাকি?
হ্যা, শুনলাম বিয়েও নাকি করে ফেলেছে। আমি আগেই বুঝছিলাম। একদিনও হয় নি সে এসেছে, এর মধ্যেই ওদিকে ঘটনা শুরু হয়েছে?
ও, আচ্ছা। হাসিবের কি অবস্থা?
ওর খুব মন খারাপ। শকড। যা হবে না তা নিয়ে ক্যান এরা বসে থাকে?
হ্যা, তা ঠিক কথা।
আরেকজন কেউ ফোন করছে। নাম্বারটা বুঝতে পারছে না। হয়তো এমিলি।
শিপন কাল দিনে ফোন দিস। আরেকটা কল আসছে, ধরি।
এটাও এমিলি নয়। পুরুষ কণ্ঠ। এবার করেছে পিন্টু। কিরে কি করিস? ঘুরা ফিরা করলি?
হু, ঘুরলাম এরিকের সাথে। ওয়াটার পার্কে। সুন্দর। সিটিটাও কিছু দেখা হইছে।
আচ্ছা। তখন ফোন দিলাম যে কোথায় ছিলি?ক্লাবে গেছিলি? লোকাল কাউকে পাইলি?
পিন্টু ছেলেটা খুব সন্দেহ প্রবন। সে ডিটেকটিভ হতে পারতো। তা সে হয় নি। এখন অন্যের গোপন খবর জানাই তার জীবনের উদ্দেশ্য। একাজে সে বিশেষ দক্ষতাও অর্জন করেছে। হাসিব এবং পলির ডিনারে যাওয়ার ব্যাপারটা সে একটা কলম দেখে আবিষ্কার করেছিল।
একজনের সাথে প্লেনে পরিচয়, এটুকুই।
ছেলে না মেয়ে?
মেয়ে।
ফোন নাম্বার নিছিস?
হ্যা, একটু আগে ফোন করছিল। সে হয়তো কাজে আসবে।
পিন্টুর গলার স্বরে কৌতুহল এখন এক শ' ভাগ।
দেখা করবে না?
বলছিলাম কিন্তু সে আসতে পারবে না।

পিন্টু কিছুটা আশ্বস্ত হলো।
ডিনার করছিস?
হ্যা।
কি খাইলি, পেরুবিয়ান ডিস?
এটাও একটা চালবাজী প্রশ্ন। সাথে কে ছিল কথা প্রসঙ্গে তা বের হয়ে আসতে পারে।
পোয়ো ল্যাব্রাসা, এরিকের সঙ্গে খেলাম।
ও আচ্ছা। এদিকে একটা জবর খবর আছে।
লোকমান সাহেবের মেয়ে?
হ্যা, তুই জানলি কিভাবে?
শিপন ফোন দিছিল।
আরে এই বি,বি,সি তো কাউকে ফোন দিতে বাকি রাখে নাই দেখি। জানিস, হাসিবের মন খুব খারাপ। পলি হাসিবের মতো ছেলে রেখে ওই কাউলার সাথে গেল কেন? ওর বাপের মানটা রাখলো? বাঙ্গালী সংস্কৃতির কর্ণধার, তার মেয়ে গেল কাউল্লার সাথে! লোকমানের হার্ট এটাক হয় কিনা তাই দেখ।
পিন্টু আরো কিছুক্ষণ পলি এবং তার বাবার মুন্ডুপাত করবে। শুনতে যে মন্দ লাগছে তাও নয়। ভাবী মহলে নিশ্চয়ই তোল পাড় শুরু হয়েছে। গান-কবিতা-উপন্যাসে প্রেমের মহত্ত বিশেষভাবে তূলে ধরা হয়। সেখানে বর্ণ বা গোত্র কোনো বাধা হিসেবে থাকে না, যারা বাধা দেয় তাদের ভিলেন হিসাবে দেখানো হয়। অথচ বাস্তবে সেই উদারতাটুকু খুব কম মানুষই দেখাতে পারে। যারা গভীর আবেগ নিয়ে প্রেমের গান শুনে, বাস্তব জীবনে তারা প্রায় সবাই ভিলেন।

সকাল বেলা কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট মিস করা যায় না। তা যদি আবার হয় ফ্রী। এক শ'র বেশী সুস্বাদু এবং সুদৃশ্য আইটেম। মানুষ হয়তো তিন চারটা আইটেম খাচ্ছে, কিন্তু ভাবছে একশ' আইটেম দিয়ে নাশতা করলাম। একটা আইটেম যতটুকু খাওয়া হয়, এক শ' টা আইটেম তার দশ গুণ খাওয়া যায় না। তবে পছন্দ কারার সুযোগ অনেক বেশী। আর সেটা করতে হয় রয়ে সয়ে। যেন তেন আইটেম প্লেটে তুলে পরে দেখা গেল লোভনীয় আইটেমের জায়গা আর রইলো না। করিডোরে যার সাথেই দেখা হচ্ছে সেই তার দিকে তাকিয়ে বলছে বুয়েনেস দিয়েস। উত্তরে কি বলা উচিৎ নোমানের জানা নেই। বাংলায় অপরিচিত মানুষের জন্যে এমন সম্ভাষনের রীতি নেই। নিছক একজন অচেনা মানুষ রাস্তার বিপরীত দিক থেকে আসছে, কাছে এলে একজন আরেকজনের দিকে তাকালো। তারপর? হাসবে একটু? স্বাগতম? সুপ্রভাত? নাকি আসসালামু আলাইকুম? কোনোটারই চল নেই। তাকিয়ে একটু মেপে নিতে হয়, বুঝতে হয় লোকটা কেমন টাইপ। যদু মদু, নাকি হোমড়া চোমড়া? তারপর মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে চলে যাও।

নাশতা সেরে রুমে ঢুকে ফোনটা হাতে নিল সে। এর মধ্যেই দু'টা মিস কল। আরে এতো এমিলির নাম্বার! তাহলে সে মাইন্ড করে নি? ফোন করতেই ওপাশে এমিলি ধরে বললো বুয়েনেস দিয়েস। ওহ এটাই তো সবাই তাকে বলছে। নিশ্চয়ই গুড মর্নিং। উত্তরে সেও বুয়নেস দিয়েস বললো।
তুমি তাহলে স্প্যানিশ দু'একটা শব্দ জান?

জানতাম না, এই মাত্র শিখলাম। আরেকটা শিখেছি, সালিদা। দরজার উপরে লেখা, মানে বাহির, তাই না?
সে হেসে উঠলো, মাত্র দু'টো শব্দ?
হু, এই দু'টোই সম্বল।
রওনা হচ্ছ ক'টায়?
দশটায়।
আমিও যেতে পারি। আজকে একটা ক্লাস আছে, সেটা মিস দিলেও চলে।
খুব ভাল হয়। কোথায় দেখা হবে?
তার বাসা কাছাকাছি। সে চলে আসবে হোটেল লবিতে।
ভ্রমণটা খারাপ হচ্ছে না। ট্যুর গাইড জোগাড় হয়ে গেছে। সাথে যোগ দিচ্ছে নারী সঙ্গী। জম্পেশ ভ্রমণ। জিনস আর টি শার্ট পরে আয়নায় নিজেকে দেখে নিল নোমান। ট্যুরিস্টের মতোই লাগছে, তবে সানগ্লাস তাকে মানায় না। আধা ঘন্টা সময় আছে, এর মধ্যে ইমেল চেক করা যাক।

প্রায় চল্লিশ টা ইমেল এসে বসে আছে ইয়াহুতে। তার কলিগ কার্লোসের ইমেইলে একটা লাল দাগ, মানে গুরুত্তবপূর্ণ। এসেই কার্লোসকে ফোন দেওয়া চিৎ ছিল। সে লিখেছে অপরিচিত ট্যাক্সিতে উঠো না। পয়সা বেশী নিলেও এরিকের সঙ্গে ঘুরাই নিরপদ। পেরুতে ট্যুরিস্ট ধরা পার্টি আছে। পঁচিশ ঘন্টা আটকে রেখে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে টাকা তুলবে। আরেকটা জরুরী বিষয়। কোনো মেয়েকে বিশ্বাস যেন না করে নোমান। এরা খাবারে ওষুধ মিশিয়ে দেবে কোন ফাঁকে সে বুঝবেও না। তারপর টাকা পয়সা, পাসপোর্ট সব কেড়ে নিয়ে রাস্তায় বা পার্কে ফেলে রাখবে। প্রথম বিষয়টা নোমান জানে কিন্তু দ্বিতীয়টা জানতো না। এ যে মলম পার্টি! ইন্টারনেটে সার্চ দিল নোমান। সেখানে পেরুবিয়ান মহিলা মলম পার্টির কথা বিস্তারিত দেওয়া আছে। প্রতিদিন দু' চারজন ট্যুরিস্টকে এরা ওষুধ খাইয়ে বেহুশ করে রাস্তায় ফেলে রাখে। আমেরিকা থেকে আসা ট্যুরিস্ট এদের বড় টার্গেট।

এমিলি কি মলম পার্টির সদস্য? প্লেনে সে কথা বললো না, এয়ারপোর্টেও উৎসাহ দেখাল না। হঠাৎ নোমানের ফোন নাম্বার জোগাড় করে এতো খাতির কেন? সন্দেহ জনক ব্যাপার। কাল রাতে সে বললো ক্লাস আছে, আজ সকালে নিজেই যেতে রাজী হয়ে গেল? হুম, কি করা যায়? আসতে না করে দেবে? দিনের বেলা, সাথে হার্নান্দেজ থাকছে, তেমন ঝুঁকির কিছুও দেখছে না সে। আচ্ছা হার্নান্দেজ সম্পর্কেও তো খোঁজ নেওয়া হলো না। সে কি আসলেই এ হোটেলের ট্যুরিস্ট গাইড নাকি ট্যুরিস্ট ধরা গ্রুপের লীডার? আর কিছুক্ষণের মধ্যে দুই সন্দেহ জনক গ্রুপের সাথেই দেখা হতে যাচ্ছে।

এমিলি লবিতে বসে ছিল। সে তার ফোনে কিছু দেখছে। নোমান অজান্তেই তার আপাদমস্তক পরীক্ষা করে দেখলো। সাধারাণ একটা মেয়ে, মোটেও অপরাধী ভাব নেই। সাথে ব্যাগটা একটু বড়ই। তাতে পানির বোতলও দেখা যাচ্ছে। সেই পানি নোমান খাবে না। আচ্ছা একজনের ব্যাগ বড় হতে পারে, এবং পানি থাকতেই পারে। বেশী সন্দেহ করে ভ্রমণের আনন্দটা মাটি করা কি ঠিক হচ্ছে? কাছে গিয়ে নোমান বললো ওলা সিনোরা এমিলি। এমিলি স্প্যানিশ সম্ভাষনে খুশী

হলো। সে সজগোজ তেমন করে নি। জিনস, সার্ট আর একটা হালকা জ্যাকেট পরেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলালো।
কোথায় যাওয়া হবে?
আমি জানি না। দেখার মতো যে কোনো জায়গায় যাওয়া যেতে পারে।
তোমার সাথে তো ট্যুর গাইড আছেই।
তা আছে। বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করি। হার্নান্দেজ চলে আসবে যে কোনো সময়।
ওরা বাইরে এসে দেখলো, হার্নান্দেজ গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ফোনে কারো সাথে জোর গলায় কথা বলে যাচ্ছে। তার ভাগ্নে এসেছে, এবার নামটা মনের পড়লো, লিও। ইউনিভার্সিটির লেকচারারের মতো দেখতে ধোপ দূরস্ত আরেকজন লোক। সে গাড়ির ড্রাইভার। পরনে সাদা সার্টের সঙ্গে মেরুন টাই। হার্নান্দেজ ফোন রেখে, সিগারেট নিভিয়ে মিঃ জাহির বলে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলো। প্রথম আমরা যাব লারকোমার। তারপর প্রেসিডেন্টের ভবন।

তারপর এমিলিকে দেখেই তার চক্ষু চড়ক গাছ। পরিচয় করিয়ে দিতে নিজেকে সামলে নিয়ে হাত মেলালো হার্নেন্দেজ। আড় চোখে ভালভাবে দেখে নিল কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না। কাল গার্ল ফ্রেইন্ড বিষয়ে শুধু রসিকতা করেছে সে। আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এই ছেলেটা জলজ্যান্ত পেরুবিয়ান গার্ল ফ্রেইন্ড জোগাড় করে ফেললো! নোমান নিজে থেকেই বললো প্লেনে ওদের পরিচয়। হার্নান্দেজ মনে হয় তাতে কিছুটা আশ্বস্ত হলো। ছত্রিশ বছরের হিসাবে তাহলে তার ভূল হয় নি। এ ছেলে এতো পাকা সিয়ানা না। নোমানও আশ্বস্ত হলো। এলোকগুলো খারাপ নয়। মানুষ চিনতে সে ভুল করে নি।

এমিলি বসেছে পিছনে, মোটা হার্নান্দেজের পাশে। লেডিস ফাস্ট, তারই সামনে বসা উচিৎ ছিল। কিন্তু এমিলি কিছুতেই রাজী হলো না। সে ট্যুরিস্ট তার সামনে বসতে হবে। টাই পরা ড্রাইভারকে দেখে মনে হয় সে খুব উঁচুপদে চাকুরী করে। সমীহ করার মতো চেহারা। কোথায় যাচ্ছে তারা জিঙ্গেস করতে সে উত্তর দিল স্প্যনিশে। দশটার সময় কুয়াশা কেন, তাতেও স্প্যনিশ। এমন একটা সহজ ভাব যেন নোমানের কথা সে বুঝছে আর তার কথা নোমান বুঝতে পারছে। মহা মুসিবৎ। ওদিকে কুয়াশার সূত্র ধরে হার্নান্দেজ একটা লেকচার শুরু করে দিয়েছে। মিঃ জাহির, লিমাকে বলা হয় ফগি সিটি। সারা বছর কুয়াশার মতো থাকে। সমুদ্র কুলে ঠান্ডা পানি কিন্তু উপরে গরম বাতাস। তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে অনেক কুয়াশার সৃষ্টি হয়। কুয়াশা হয় কিন্তু বৃষ্টি হয় না। তারপর সে শুরু করলো ধারাবর্ণনা। লিমা ছ‘ শ’ বছরের পুরানা শহর। এর গোড়াপত্তন হয় পনের শ‘ পয়ত্রিশ সালে। আমরা এখন যাচ্ছি মিরা ফ্লোরিস এলাকা দিয়। এটা নতুন এবং অভিজাত এলাকা- -

তার কথায় তেমন একটা কান না দিয়ে নোমান এমিলিকে জিজ্ঞেস করলো, আমেরিকার সাথে তোমাদের শহরের তফাৎ তো দেখি না। এমিলি হেসে উঠলো, এটা অভিজাত এলাকা। প্রেসিডেন্ট ভবনের ওদিকটায় গেলে দেখবে সবকিছু পুরানো, আর এতো গ্যান্জাম। দিনের বেলায় ছিনতাই হয়। এ শহরে ক্রাইম অনেক।

হার্নান্দেজ ব্যাপারটা পছন্দ করছে না। সে থাকতে নোমান এমিলির কাছে জানতে চাইবে কেন? এমিলি থামতেই হার্নান্দেজ মাথা এগিয়ে দিয়ে শুরু করলো মিঃ জাহির, লিমা সম্পর্কে জানতে হলে এর ইতিহাস জানতে হবে। উনিশ শ' নব্বইয়ে লিমা শহরে নানান
সংকট দেখা দেয়। অনেক আঞ্চলিক সন্ত্রাসী লিমাতে এসে বোমা ফাটাতো, এর মধ্যে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল—।
এই ফাঁকে লিও টুক টুক করে এমিলির সাথে কথা বলছে। কি বলছে নোমান বুঝতে পারছে না, কারণ কথা হচ্ছে স্প্যনিশে। শেষে না ওদের মধ্যে প্রেম হয়ে যায়! হলে তার কোনো ক্ষতির কারণ আছে? কারণ নেই, কিন্তু ব্যাপারটা কেন যেন ক্ষতির মতই লাগছে। একটু একটু যনজট, কখনো গাড়ি একেবারেই থেমে পড়ছে। যাচ্ছি কোথায় আমরা?
- যাচ্ছি লারকোমার, সমুদ্রের ধারে শপিং সেন্টারে। লারকো মানে সমুদ্র, আর মার হলো উঁচু পার। প্রশান্ত মহাগরের পারে শপিং সেন্টার।
ছত্রিশ বছরের অভ্যাস, তাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কিভাবে। পিছনে এমিলির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো সে। বিউটিফুল সিটি। এমিলি উত্তরে বললো থ্যাঙ্কস। ধরা যাক তারপর নোমান বললো ইউ আর বিউটিফুল ঠু। কি হতো তাহলে? সে রেগে যেতো? নাকি খুশী হয়ে বলতো, ইউ আর হ্যান্ডসাম ঠু। কি বলতো তা আর জানা হলো না। সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলা একটা বড় দক্ষতা। লারকোমার এলাকায় তারা ঢুকে পড়েছে। সমুদ্রের পার ধরে রাস্তা চলে গেছে, রাস্তার ধারে সার সার ঝক ঝকে বিলডিং। আরেক ধারে ছোট ছোট পাম গাছ।

গাড়ি থামলো যে জায়গাটায় তার নাম লাভ পার্ক। দূর থেকে একটা বড় ভাস্কর্য চোখে পড়ে যাকে ঘিরে নীচু টাইলস বসানো দেয়াল, দেয়ালে শিল্প কর্ম। চারজনের দলটা যখন ওখানে পৌঁছুলো তখন নোমান বুঝলো স্প্যানিশে লাভ মানে চুম্বন। একটি শায়িত নারী ও একটি পুরুষ মূর্তি একে অপরকে আলিঙ্গন করে চুম্বনরত। আলিঙ্গনটি যেন তেন নয়, বেশ একটা গভীরতার ছাপ আছে। এমিলি পাশে থাকায় নোমানের একটু সংকোচই হচ্ছে। শিল্প দেখার সূক্ষ দৃষ্টি না থাকলে দেহের স্থুলতাটাই চোখে লাগে। এমিলি জিজ্ঞেস করলো বলো তো এই মূর্তিটির নাম কি হতে পারে? নাম কি হতে পারে অনুমান করা শক্ত নয়, কিন্তু নোমান চিন্তার ভান করে বললো, দি ওশেন। এমিলি হাসতে হাসতে গড়াগড়ি প্রায়। এতো সহজ উত্তরটা পারলা না, এর নাম দি কিস।
তার এখন সরস কিছু একটা বলা উচিৎ, ক্ষেত্র প্রস্তুত। কিন্তু কিছূই তার মাথায় এলো না। তার উপর হার্নন্দেজের ধারা বিবরনী, পেরুর বিখ্যাত শিল্পী ভিক্টর ডেলফিনের তৈরী ভাস্কর্য্য এটা। নব্য বিবাহিতরা এখানে এসে ছবি তোলে। ভ্যালেন্টাইনস ডে তে এখানে প্রচুর প্রেমিক প্রেমিকার সমাগম ঘটে।
নোমান এমিলির দিকে ঘুরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এসেছো?